bZzi`b

কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

participants in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

অক্টোবর ২০২১	৩য় বর্ষ	সংখ্যা ৩৬

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় 'শিক্ষা প্রকল্পের" আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪ টি লার্নি সেন্টার রয়েছে। যেখানে ৬২৩০ জন শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

১.৬ বছর পর শিক্ষাকেন্দ্রগুলো আবার খুলছে, ক্লাশ শুরুর পূর্বে শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন ও অভিবাদনে প্রকল্পের প্রস্তুতি। ছবিঃ পিও, ক্যাম্প-১৪, জুলাই, ২০২১।

দীর্ঘ দিন পর শিক্ষা কেন্দ্রগুলো খোলায় শিক্ষার্থী ও অবিভাবকরা সন্তুষ্ট

কোভিড-১৯ এর কারণে ১.৬ বছর বন্ধ থাকার পর, আরআরআরসি বুধবার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সমস্ত লার্নিং সেন্টার (এলসি) ২০২১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পুনরায় চালু করার ঘোষণা করেছিল।

ইতিমধ্যে ইউনিসেফ এবং কক্সবাজার এডুকেশন সেক্টর "ব্যাক টু লার্নিং" নামে একটি স্পষ্ট গাইড লাইন তৈরী করেছে। কাম্পে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা কারী সমস্ত সংস্থাকে এটি অনুসরন করা বাধ্যতা মূলক করেছে।

প্রতিটি শ্রেনী কক্ষ পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করে বসার দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। ছবি - পিও।

১১ বছর বয়সী নাসিমা কখনো ভাবেননি এমন একটি দিন আসবে যেখানে ক্লাসে ফিরে যেতে তাকে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে হবে। শিক্ষার সাথে জড়িত বিশেজ্ঞরা ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাসে ফিরে আসার ব্যাপারে ততটা উচ্ছ্বসিত নন: তারা চিন্তিত যে শিক্ষাকেন্দ্রগওলো পরিবর্তনশীল করোনাভাইরাসকে দূরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য প্রোটোকল বজায় রাখতে পারবে কিনা।

সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক ব্যবহার এবং স্যানিটাইজেশন সুবিধা নিশ্চিত করা সহ সেক্টরের নির্দেশনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশনের গঠিত কমিটি নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্লাশে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষক প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীর হাত ধোয়া ও তাপমাত্রা পরিমাপ নিশ্চিত করেছেন। ছবি - পিও।

হাত ধোয়ার উপকরণ স্থাপন এবং কেন্দ্রের গেটে জীবাণুনাশক টিউব স্থাপন করা হয়েছে। প্রবেশের আগে শিক্ষার্থীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এ জন্য আগে থেকে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের তাপ মাপার যন্ত্র সরবরাহ ও প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

কেন্দ্র খোলার পূর্বে শিশুদের স্বাগত জানানোর জন্য কেন্দ্রগুলো সাজানো হয়েছে। ছবি - পিও।

সমস্ত নির্দেশনা মেনে চলার পাশাপাশি, কেন্দ্রগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে থাকাকালীন একে অপরের থেকে কমপক্ষে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখে সেটি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর মৌলিক দক্ষতা পুনুরুদ্ধারে শিক্ষকের করনীয় শীর্ষক প্রশিক্ষন

ইউনিসেফ শিক্ষার্থীদের মিস করা মৌলিক দক্ষতা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিস্তৃত ক্যাচআপ প্যাকেজ তৈরি করেছে। প্যাকেজ অনুসরণ করে কোস্ট ফাউন্ডেশন তাদের অফিস এবং মাঠ কর্মীদের জন্য ৩ টি ব্যাচে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

প্রশিক্ষনে অংশগ্রহনকারী ২য় ব্যাচ। ছবি - জাবেদ, টিও।

যেহেতু শিক্ষার্থীরা তাদের মূল্যবান সময় এবং শিক্ষার সুযোগ নষ্ট করার জন্য তাদের গ্রেড স্তরের থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, সেখানে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ২৪টি ক্লাশের মাধ্যমে শেখার সুবিধাগুলি পুনরায় চালু করার পরে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২৪ টি ক্লাশের মধ্যে ১৮টি নিয়মিত ক্লাস এবং ৬টি রিক্যাপ অ্যান্ড রিলার্নিং ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে যেখানে ক্লাসের সময়কাল হবে ৭৫ মিনিট।

মাঠ পর্যায়ের ৪৫ জন শিক্ষিকা ও ৩৯ জন শিক্ষক এবং ৬জন পুরুষ ও ২জন মহিলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার সহ ১০২ জন উক্ত প্রশিক্ষনটিতে অংশগ্রহন করেন।

কখন খুলবে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোঃ শিক্ষা কেন্দ্রগুলো আগেই প্রস্তুত রাখা হয়েছিল

নৈশ প্রহরী কাম ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের পর নির্দিষ্ট সেন্টারগুলোর দায়িত্ব বুঝে পেয়ে তারা সেন্টারগুলোর পরিচ্ছন্নতার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে। দীর্ঘ দিনের জমে থাকা ধুলাবালি ঝাড়ু দেওয়ার পাশাপাশি তারা ছোট ছোট সংস্কারের কাজগুলোও সুচারু রুপে সম্পন্ন করছে। তারা ফ্লোরে জমে থাকা মাটি পরিস্কার; বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে আসা কাঁদা; বেড়া সংস্কার, ছাউনি সংস্কার বা সংলগ্ন টয়লেটগুলো প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ মতো সংস্কারের কাজ শেষ করেছে।

নৈশ প্রহরী আঃ জব্বার শিক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে জমে থাকা কাদা পঙ্কিরের কাজ করছেন। ছবি - তাসমিদা, বিএল আই।

নৈশপ্রহরী কাম পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের একজন আঃ জব্বার বলেন - এটি আমাদের সম্পদ, এখানে আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়া লেখা করে নূন্যতম শিক্ষা গ্রহন করে তাছাড়া সেন্টারগুলো মজবুত হওয়ায় আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালীন সময়ে এখানে আশ্রয় গ্রহন করি। এটি রক্ষানাবেক্ষনের দায়িত্ব আমাদেরই, এখানে নিয়োগ পেয়ে আমাদো জন্য আরো সুযোগ তৈরী হলো কাজ করার। আমরা নিরলস ভাবে এটির রক্ষনাবেক্ষন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে কাজ করে যাবো।

ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতির সক্ষমতা তৈরি ঃ ঝুঁকি প্রশমন প্রশিক্ষন

ক্যাম্প পর্যায়ে ছোট পরিসরে সভা করার অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে ক্যাম্প পর্যায়ে সকল বার্মিজ শিক্ষক ও নৈশ প্রহরী কাম ঝাড়ুদারদের জন্য দুর্যোগকালীন সময়ে শিশু কেন্দ্রের ঝুঁকি প্রশমন প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের, তাদের পরিবার এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্প্রদায়ের উপর বিপদের প্রতিকূল সামাজিক প্রভাব হ্রাস করা এবং স্থিতিস্থাপকতা, ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্য তাদের সক্ষমতা তৈরি করা।

প্রশিক্ষনটিতে দলগত আলোচনা ও প্রশিক্ষকের বিভিন্ন আলোচনায় প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্টি বিভিন্ন দুর্যোগের প্রকৃতিতে সম্প্রদায় ও নিজদের

প্রশিক্ষনে অংশগ্রহনকারীদের দলগত আলোচনা ও উপস্থাপন। ছবি - পিও।

করনীয় দলগত আলোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়। দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগ কালীন সময়ে ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করনীয় বিষয়ের আলোকপাত করা হয় এবং প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য দুর্যোগ প্রশমনে করনীয় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়।

উপকারভোগীদের মতামতঃ লেভেল ৪ এর পরে আরো পড়ার সুযোগ থাকলে আমাদের শিশুদের জন্য ভালো হতো

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার ২২ সেপ্টমম্বর বুধবার ঘোষণা করেছিল রোহিঙ্গা ক্যাম্প জুড়ে লার্নিং সেন্টার (এলসি) ২০২১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পুনরায় চালু করার।

চালু করা শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীরা আশা শুরু করলে তাদের অবিভাবকরা এই উদ্যোগ এবং সমস্ত এলসি পুনরায় খোলার পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে খোলার পরিকল্পনা কে স্বাগত জানিয়ে প্রকল্পের কর্মীদের কাছে তাদের মতামত ব্যাক্ত করেছেন।

আমাদের শিশুরা সাধারনত লেভেল ৪ পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। এই সুযোগের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ কিন্তু তাদের জন্য যদি লেভেল ৪ এর পরও পড়া লেখার সুযোগ থাকতো! তাদেরকে যদি বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকতো তা হলে ভালো হতো।

এলসিগুলি পুনরায় খোলার একটি ভাল দিক রয়েছে। যদি আমরা এখন এলসি খুলি, যখন সংক্রমণ বাড়বে, তখন শিক্ষাথীরা মহামারীতে উচ্চ সংক্রমণের মধ্যে কীভাবে তারা তাদের ক্লাস চালিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে। তারপর, আমরা সীমিত সংখ্যক শিক্ষাথীর সাথে ক্লাস চালাতে পারি। সমস্ত কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ করা আমাদের প্রয়োজন হবে না।

যদি শিক্ষাথীরা এলসিতে আসে এবং কীভাবে স্বাস্থ্য নির্দেশিকা বজায় রাখতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ পায়, তাহলে তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের হাত ধোয়া, মাস্ক পরা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দিতে পারবে।

কর্মপরিকল্পনা অক্টোবর ২০২১

রবি	‡সাম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
					১/সমন্বয় সভা	২/
৩/গনিত প্রশিক্ষন - শিক্ষক	৪/প্যা‡রন্টিং এডু‡কশন	৫/প্যা‡রন্টিং এডু‡কশন	৬/গনিত প্রশিক্ষন - শিক্ষক	৭/কমিউনিটি ডায়া‡লাগ	৮	৯/গনিত প্রশিক্ষন - শিক্ষক
10/‡মৌলিক প্রশিক্ষন-বিএলআই	১১	১২/গনিত প্রশিক্ষন - শিক্ষক	১৩/দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন-নতুন শিক্ষক	১৪/ব্যাক টু লার্নিং প্রশিক্ষন-বিএলআই ও নৈশ প্রহরী	১৫	১৬
১৭/দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন-নতুন শিক্ষক	১৮/দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন-নতুন শিক্ষক	১৯	২০/মাসিক পিতামাত সভা	২১/বৃক্ষ ‡রাপন	২২/দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন-নতুন শিক্ষক	২৩/মাসিক পিতামাত সভা
২৪/মাসিক পিতামাত সভা	২৫/মাসিক পিতামাত সভা	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩১						